ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১১/০৪/২০১৭ ।। ১

জমিকে সদ্ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করুন - কৃষিমন্ত্রী

খোয়াই, ১১ এপ্রিল ।। পদ্মবিল ব্লকের পূর্ব বেলছড়া এ ডি সি ভিলেজের মনাইছড়ার উপর তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্র জল সেচ- জল বিভাজিকা প্রকল্প । জল সম্পদ দপ্তর থেকে এই প্রকল্পটি রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । পূর্ব ও পশ্চিম বেলছড়া ভিলেজের ১৩৪ হেঃ জমিতে জল সেচের সুযোগ করে দেবে এই প্রকল্পটি । এরফলে ২৫০টি কৃষিজীবী পরিবার উপকৃত হবেন । গতকাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জল সেচ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী অঘোর দেববর্মা । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ ডি সির চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা ।

উদ্বোধকের ভাষণে কৃষিমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বলেন, এক সময় জমিতে সেচ ব্যবস্থা ছিলনা । রাজ্য সরকার কৃষির উন্নয়নে জল সেচের ব্যবস্থা করেছে । কৃষি ভিত্তিক আয় বৃদ্ধির উপর সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে । উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহারের মাধ্যমে এই কম জমিতেই অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। জমি পতিত না রেখে সেই জমিকে সদ্ব্যবহার করে কৃষির উন্নয়নে কৃষিমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন ।

প্রধান অতিথির ভাষণে এ ডি সির চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা বলেন, এলাকার উন্নয়ন মানেই রাজ্যের উন্নয়ন । রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তিনি সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি ও ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পদ্মকুমার দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ দত্ত । স্বাগত ভাষণ দেন জল সম্পদ দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার নীরদ শর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতিত্ব করেন বাইজালবাড়ি সাব জোনালের চেয়ারম্যান স্কট দেববর্মা।

গঙ্গানগরে সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত

ধলাই, ১১ এপ্রিল ।। ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ধলাই জেলা নেহরু যুব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গঙ্গানগর কমিউনিটি হলে আয়োজিত তিন মাস ব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। শিবিরে গঙ্গানগর ব্লক এলাকার ১৫ জন মহিলা অংশ নেন । এ উপলক্ষ্যে গতকাল গঙ্গানগর কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের ১টি করে সেলাই মেশিন ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে গঙ্গানগর সাব জোনালের চেয়ারম্যান অধিরায় রিয়াং, গঙ্গানগর এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান মেঘনোরোং রিয়াং, কর্ণমনি পাড়া এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান পুননবতী রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী এল বি থাবা, ধলাই জেলা নেহরু যুব কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর তপন নাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

উদয়পুরে তবলা উৎসব অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ১১ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা সঙ্গীত পরিষদ ও উদয়পুর কালচারেল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় গত ৮ এপ্রিল উদয়পুর টাউন হলে তবলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি তবলা শিল্পীদের একাগ্রতার উপর জোর দেন। গুরুদের প্রতি যথাযথ সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে শিল্পীরা যাতে আরও বড় মাপের শিল্পী হতে পারেন তার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সঙ্গীত পরিষদের সভাপতি কালিপদ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মানিক লাল চক্রবর্তী প্রমুখ । এই তবলা উৎসবে উদয়পুরের তবলা শিল্পীরা ছাড়াও আগরতলা, শান্তিরবাজার ও ধর্মনগরের তবলা শিল্পীরা তবলা বাদনে অংশ গ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট তবলা বাদক রজত ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ।

স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচি

উদয়পুর, ১১ এপ্রিল ।। ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে চলতি মাসে ৩টি স্থানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । কর্মসূচি অনুযায়ী ১৩ এপ্রিল শিবির হবে তেপানীয়া নমঃ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । ২০ এপ্রিল পূর্ব গকুলপুর নাতুল টিলায় এবং ২৭ এপ্রিল হবে শালগড়া বিকাশ দাস পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে স্বাস্থ্য শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

ধলাই জেলায় জল সেচের উৎস সৃষ্টি

আমবাসা, ১১ এপ্রিল ।। ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এম জি এন রেগায় ধলাই জেলার আমবাসা, সালেমা, দুর্গাচৌমুহনী ব্লক এলাকায় কৃষি জমিতে জল সেচের সুবিধার্থে ২০০টি স্মল বোর ডিপ টিউটিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়। এরমধ্যে ১৭০টি বসানোর কাজ শেষ হয়েছে । এতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা । এরফলে তিনটি ব্লক এলাকার ৪০০ হেঃ কৃষিযোগ্য জমি সেচের আওতায় আসবে । জেলা গ্রামোন্নয়ন কার্যালয়ের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন ।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত

তেলিয়ামুড়া, ১০ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক বসন্ত উৎসব ৮ এপ্রিল নেতাজীনগরস্থিত অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক গৌরী দাস । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেশ চৌধুরী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সদস্যা মঞ্জু ঋষিদাস প্রমুখ । উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক গৌরী দাস বলেন, রাজ্যের জাতি-উপজাতি জনগণের মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়াতে বসন্ত উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার জমাতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বসন্ত উৎসব প্রচলনের ইতিহাস তুলে ধরেন । অনুষ্ঠানে ৮৫ জন শিল্পী সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন । সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন জয়দেব গুহ। স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক ।

This document was created using SmartPDF Converter
To remove the message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

স্বেচ্ছা রক্তদানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। আমাদের রাজ্যে স্বেচ্ছা রক্তদানের হার ১০০ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে । একে ১০০ শতাংশে নিয়ে যাবার জন্য ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে । আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, মহাবিদ্যালয়গুলিতে আরোও বেশী করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে এবং ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে রক্তদানে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে । রক্তদানের পাশাপাশি শিবিরগুলিতে মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদানে অঙ্গীকার করার অনুষ্ঠান করার জন্যও উদ্যোগ নিতে হবে । মহিলাদের আরোও বেশী করে রক্তদানে অংশ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

মুখ্যমন্ত্রী ২০১৭-১৮ বর্ষে রক্তদানের হার আরোও বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি বলেন, এজন্য বিভিন্ন সংগঠনকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে । এছাড়াও আগরতলা পুরনিগমের ৪৯টি ওয়ার্ডে রক্তদান শিবির করতে হবে । পাশাপাশি রাজ্যের ১৯টি নগরোন্নয়ণ সংস্থার চেয়ারম্যানদের নিয়ে সভা করে আরও রক্তদান শিবির করার জন্য বলা হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করতে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান সংগঠিত করতে হবে । পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার অভিযান চালাতে হবে । রক্তদান, দেহদান এবং চক্ষুদান বিষয়ের উপর ভিডিও তৈরী করে অডিও ভিজ্যুয়েলের মাধ্যমে প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী । আগরতলা রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, হাসপাতাল এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা মানুষের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐসকল স্থানে বড় হোর্ডিং লাগানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী । এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও ঐরকম হোর্ডিং লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে । রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটি এবং ব্লক অফিসে রক্তদানের উপর পোষ্টার লাগাতে হবে । এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের নোটিশবোর্ডগুলিকে রক্তদান প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

মুখ্যমন্ত্রী আরোও বলেন, আমাদের রাজ্যে যারা ৫০ বার বা এর অধিক স্বেচ্ছা রক্তদান করেছেন তাদেরকে ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদকে উদ্যোগ নিতে হবে । পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এমন ৩টি সংগঠনকেও জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবসে সংবর্ধনা প্রদান করে উৎসাহিত করতে হবে ।

পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের প্রতিনিধি জানান, গত অর্থবছরে রাজ্যে মোট ৮৩১টি রক্তদান শিবির সংগঠিত হয়েছে এবং ২৮ হাজার ৬১০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১০টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং ৮টি ব্লাড স্টোরেজ সেন্টার রয়েছে ।

পর্যালোচনাসভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব ড. রাকেশ সারোওয়াল, ডি জি এ কে শুক্লা, রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী হিতকামানন্দ মহারাজ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ।

বিজু, বাংলা নববর্ষ ও গড়িয়া উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। বিজু, বাংলা নববর্ষ ও গড়িয়া উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজু, বাংলা নববর্ষ ও গড়িয়া উৎসব উপলক্ষে সকল ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।
উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উস্কানী, বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়াবার গভীর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এই সামাজিক উৎসবসমূহ ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।
বাংলা নববর্ষ আগামী দিনগুলোতে ত্রিপুরায় শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণকে সুদৃঢ় করুক এবং সকলের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াসে ত্রিপুরার অগ্রগতি ত্বরাণ্বিত হোক, এই কামনা করি।

কুমারঘাটে সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের উদ্বোধন

কুমারঘাট, ১০ এপ্রিল ।। আজ এক অনুষ্ঠানে কুমারঘাট সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে । প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার । উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমীরণ মালাকার, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি প্রসেনজিৎ সিনহা , প্রাক্তন মন্ত্রী বিধুভূষণ মালাকার, কুমারঘাট বি এ সি-র চেয়ারম্যান চন্দ্রমনি দেববর্মা, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন রতন চক্রবর্তী, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এস.মগ, মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি প্রমুখ । সাব রেজিস্টার কার্যালয়ের উদ্বোধন করে শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের গ্রাম শহর সর্বত্র সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ -সুবিধা পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ । রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি নবগঠিত মহকুমার প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে । তিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শান্তি-সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখার আহ্বান জানান ।

বিশালগড়ে যাত্রা উৎসব সম্পন্ন

বিশালগড়, ১০ এপ্রিল ।। ৭ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বিশালগড়ের সমকাল নাট্যসংস্থা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চেলিখলা নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল যাত্রা উৎসব । তিনদিন ব্যাপী এই যাত্রা উৎসবের প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় চড়িলামের অপরূপা নাট্য সংস্থার যাত্রাপালা ভিখারীর ছেলে । ৮ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় অরবিন্দনগরের যাত্রাপালা কাজলরেখা। ৯ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় আগরতলার নীলকণ্ঠ নাট্য সংস্থার যাত্রাপালা মহাতীর্থ কালিঘাট । যাত্রা উৎসবের শেষ দিনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা উপস্থিত ছিলেন ।

১২ এপ্রিল পদ্মনগর বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক শিবির

বিশালগড়, ১০ এপ্রিল ।। বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১২ এপ্রিল চড়িলাম ব্লকের পদ্মনগর ভিলেজের পদ্মনগর এস বি স্কুলে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হবে । সকাল ১১ টায় শিবির শুরু হবে। শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রাণী চিকিৎসা শিবিরের পাশাপাশি এস টি, এস সি এবং ম্যারেজ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন পত্র জমা দেওয়া যাবে । এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও প্রশাসনিক শিবিরে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে । বিশালগড় মহকুমা শাসক নান্টুরঞ্জন দাস সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

সাব্রুমের শাস্ত্রী কলোনীতে মিলন মেলার প্রস্তুতি

সাব্রুম, ১০ এপ্রিল ।। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বছরও সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে স্থানীয় শাস্ত্রী কলোনীতে আগামী ১৬ ও ১৭ এপ্রিল মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । নগর পঞ্চায়েতের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি তিমির বরণ চাকমার সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিধায়ক রীতা কর (মজুমদার), নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার(বসাক), বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুদিন ব্যাপী এই মেলায় নানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মহিলাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, মিউজিক্যাল চেয়ার, দড়ি টানাটানি, আলপনা আঁকা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । পুরুষদের মধ্যে ভলিবল, কাবাডি সহ অন্যান্য খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া, লোকগীতি ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এদিনের সভা থেকে নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার (বসাক)কে সভাপতি এবং নগর পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ধ্রুবজিৎ দেববর্মাকে আহ্বায়ক করে মেলা পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে ।

তেলিয়ামুড়ায় পুর ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

খোয়াই, ১০ এপ্রিল ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ও স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে পুর পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মসূচি অনুযায়ী, পুর পরিষদের ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডের প্রতিযোগিতা স্থানীয় দশমীঘাট মাঠ, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ডের প্রতিযোগিতা ক্যাম্পের মাঠ প্রাঙ্গণে, ১০ নং ওয়ার্ডের প্রতিযোগিতা কবি নজরুল বিদ্যাভবন মাঠে এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের প্রতিযোগিতা সূর্যসেন জে বি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় । এদিকে, গত ৮ এপ্রিল পরিষদের ১১ নং ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক গৌরী দাস এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ক্রীড়া কর্মসূচিতে অংশ নেবার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সজল কুমার দে । সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যক্তি দুলাল দাস। ককফাইট, টেনিস বল থ্রো, পাতিল ভাঙ্গা, দড়ি টানাটানি, কাবাডি ইত্যাদি বিভাগে এলাকার ১৫০ জন অংশ নেয় ।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

আগরতলা, ১০ এপ্রিল ।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপাল তথাগত রায় রাজ্যবাসীকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, ঋতু চক্রের অমোঘ নিয়মেই বর্ষ শেষে শুরু হয় নববর্ষ। ব্যর্থতা গ্লানিকে ভুলে নূতন বর্ষ আনন্দের বার্তা আনে সবার আঙ্গিনায় ।

বাংলা নববর্ষে আমাদের রাজ্যের সব বর্ণ-ধর্ম-জাতি ও ভাষাভাষির মানুষ বর্ষবরণে সামিল হয়। এক অনাবিল আনন্দে মেতে উঠে উৎসবপ্রিয় মানুষ ।

আমি বাংলা নববর্ষে রাজ্যবাসীকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই । নূতন বছর আপনাদের জীবনে সুখ, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব নিয়ে আসুক, ত্রিপুরা রাজ্য উত্তরোত্তর আত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা ।

সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভ কামনা রইল ।

সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাব্রুম, ১০ এপ্রিল ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৯টি ওয়ার্ডে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১-৯ এপ্রিল ওয়ার্ড ভিত্তিক এই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার(বসাক) সহ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন । প্রতিযোগিতায় ১১ বছরের কম বয়সী ছেলে, মেয়েদের মধ্যে কক ফাইট, ১৭ বৎসরের বেশী বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে টেনিস বল থ্রো, পাতিল ভাঙ্গা, দঁড়ি টানাটানি, ফুটবল, কাবাডি, খো-খো ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে পরবর্তী সময়ে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সাব্রুম মহকুমা কার্যলয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়।

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (TRBT) পরিচালিত স্নাতকোত্তর (উচ্চতর মাধ্যমিক) স্তরের শিক্ষক (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার) নিয়োগের জন্য সিলেকশন টেস্ট ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (STPGT) শীর্ষক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শূন্যপদের নিরিখে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের পর গতকাল ৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে নির্বাচিত চাকুরি প্রার্থীদের তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই তালিকা সম্পর্কে ৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে স্থানীয় একটি দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি খবর বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর হয় । প্রকাশিত এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতি আবেদন রাখছে ।

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের রিক্যুইজিশনের ভিত্তিতে টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (TRBT) ১৬ টি বিভিন্ন বিষয়ে ৮২১টি শূন্য পদে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষক (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার) নিয়োগের জন্য সিলেকশন টেস্ট ফর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচার (STPGT) শীর্ষক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করে । প্রার্থী নির্বাচনের সকল স্তরের কর্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর গত ৭ এপ্রিল, ২০১৭ নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় । বোর্ড সর্বমোট ৮২১টি শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও মিজো বিষয়ে কোনও আবেদনকারী প্রার্থী ছিল না এবং ককবরক বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন কোনও প্রার্থী পাওয়া যায়নি । এছাড়া ১৪টি বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ ক্যাটাগরি, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, শারিরীক প্রতিবন্ধী এবং এক্স সার্ভিসম্যান এর জন্য সংরক্ষিত তালিকায় ২৮৭টি পদে কোনও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি । এছাড়া বি এড স্পেশাল এডুকেশন ডিগ্রী সম্পর্কিত বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া জারি থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটি পদে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে এই ৫টি শূন্য পদে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হবে । আজ টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com